তারিখ 4/9/2000
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

দৈনিক ইনকিলাব

চঃ বিঃতে ভিসি-প্রোভিসির দ্বন্দ্বে চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকেও কেন্দ্র করে ভিসি এবং প্রোভিসি প্রতিনিয়তই দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কর্তৃক নিজ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অশিক্ষকসুলভ আচরণের ঘটনাকেও শিক্ষকদের ভিসি ও প্রোভিসি গ্রুপ নিজ নিজ প্রতিপক্ষকে ঘায়েলের কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। ফলে উক্ত বিভাগে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দাবীতে অনির্দিষ্টকালের ক্লাস বর্জন কর্মসূচী আর এতে ছাত্র-ছাত্রীদেরই সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রক্টরসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিদের সর্বক্ষেত্রে এ দলীয় রাজনীতির চর্চা ক্যাম্পাসে চরম অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সূত্রসমূহ জানায়, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের মাঝে গ্রুপিং তীব্র রূপ ধারণ করে। প্রথমেই রাজনীতির দৌড়-ঝাপ-এ সফল হন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রোভিসি প্রফেসর আবু ইউসুফ। '৯৬ সালের ২৬ আগস্ট সাবেক প্রোভিসি বদিউল আলমকে সরিয়ে সরকার তাকে প্রোভিসি নিয়োগ করে। এ নিয়োগের পর নিজের ... ভিসি বানাতে

চঃ বিঃ-তে ভিসি-প্রোভিসির দ্বন্দ্বে চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভিসি নিযুক্ত হলে মন্দের ভাল হিসেবে প্রোভিসি তা সহজে মেনে নেন। ভিসি মনোনয়ের এ দৌড়-ঝাঁপে সমসাময়িক ও সিনিয়র অনেক আওয়ামী শিক্ষকই পরাস্ত হন। ইতিপূর্বে ভিসি-প্রোভিসি একই গ্রুপে রাজনীতি করে আসলেও ক্ষমতা গ্রহণের অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই উভয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েন। আর পরস্পরবিরোধী এ দু'টি গ্রুপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন আওয়ামীপন্থী সিনিয়র-জুনিয়র সকল শিক্ষক। শিক্ষকদের এ গ্রুপিং অল্প সময়েই প্রসারিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী ছাত্র সংগঠনের মাঝেও। ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকও ভিসি-প্রোভিসি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। '৯৬ সালের শেষে ও '৯৭ সালের শুরুতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ যে হল দখলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, এখনও ছাত্রলীগের ভিসিপন্থী ও প্রোভিসিপন্থী গ্রুপ প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব-সংঘাতে নেমে পড়ে। এ সময় ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এমন নাজুক আকার ধারণ করে যে, তা ধামাচাপা দেয়ার জন্য একটি গ্রুপকে দিয়ে শিবিরের সাথে সংঘাত বাধিয়ে দেয়া হয়। এ সময় ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষে উপর্যুপরি কয়েকজন ছাত্র নিহত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হত্যার মত নির্মম এ বেদনাদায়ক সময়েও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি-প্রোভিসি পরস্পরবিরোধী অবস্থান নেন। একজন বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার চেষ্টা করলে অপরজন তা বন্ধ রাখার কৌশল নেন। এ খেলায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাজীবন থেকে অনেক মূল্যবান সময় হারায়। সেশনজট মারাত্মক আকার ধারণ করে। ভিসি-প্রোভিসির এ দ্বন্দ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। উভয়ে নিজ নিজ সমর্থক বৃদ্ধির জন্য নিয়োগ কার্যক্রমকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেন। ফলে অতি অল্প সময়েই লক্ষ্য করা যায় নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরাও ভিসি-প্রোভিসি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে নিজেদের বিশ্বস্ত হিসেবে প্রমাণের জন্য নানামুখী তৎপরতা শুরু করে। এ ক্ষেত্রে জুনিয়র শিক্ষক হয়ে সিনিয়র শিক্ষকদের সাথে অসদাচরণের ঘটনাও সংঘটিত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের এ রুচিহীন প্রতিযোগিতায় অনেকে নিজের মান-সম্মান রক্ষার্থে চুপসে যান। আবার কেউ কেউ ডেপুটেশনে অন্যত্র পাড়ি দেন। এভাবে বিগত চারটি বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী শিক্ষক গ্রুপ ও ভিসি-প্রোভিসির দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে কেন্দ্র করে ও ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে এর বিস্তার ঘটিয়ে ক্যাম্পাসে ৮ জন ছাত্রের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দু'প্রধান ব্যক্তি পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিতে দেখা গেছে। এ সময় ছাত্র-ছাত্রীরা দুর্বিষহ শিক্ষাজীবন সমাপনের দাবীতে রাজপথে মিছিল, সমাবেশ ও আকুতি-মিনতি জানিয়েছে।

কিন্তু নিজেদের খায়েশ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উভয়ে নিজ অবস্থান থেকে পিছু হটেননি। এ ঘটনাবলীর পরম্পরায় গত ২৬ আগস্ট প্রোভিসির চার বছর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ভিসি আশা করেছিলেন, এবার তাকে সরিয়ে দেয়ার সুযোগ এসেছে। জানা যায়, ২৬ আগস্ট অফিসের পূর্ণ সময় ভিসি তার ফ্যাক্স খোলা রাখেন মন্ত্রণালয় থেকে এরূপ একটি আদেশের আসায়। কিন্তু তা সারাদিনেও না পেয়ে অবশেষে তিনি প্রোভিসিকে ভারপ্রাপ্ত ভিসির দায়িত্ব দিয়ে ছুটিতে যান। আগামীকাল ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি ছুটিতে রয়েছেন।

ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীনতম একটি বিভাগ নৃবিজ্ঞান বিভাগে ঘটে যায় একটি অনাকাংক্ষিত ঘটনা। যা নিয়ে বর্তমানে উক্ত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে যাচ্ছে। জানা যায়, গত ২৫ আগস্ট অপরাহ্নে নৃবিজ্ঞান বিভাগের তিনজন ছাত্র-ছাত্রী ক্লাস থেকে একই কক্ষে বসে নিজেদের মধ্যে একটি বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিল। এ সময় উক্ত বিভাগের একজন কর্মচারী শ্রেণীকক্ষ ভালভাবে না দেখে তাড়াহুড়ো করে দরজায় তালা লাগিয়ে দ্রুত চলে যায়। পেছন থেকে দরজায় তালা মারায়, ঘটনা টের পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা তাকে ডাক দিলেও সে তা শুনতে না পেয়ে চলে যায়। এ সময় অন্য কয়েকজন ছাত্রছাত্রীও শ্রেণীকক্ষে তাদের রেখে যাওয়া ব্যাগ নিতে আসলে তিনজনকে ভেতরে আটকা দেখতে পায়। তারা উক্ত ঘটনা বিভাগীয় অফিসকক্ষে জানালে উক্ত কর্মচারী তালা খুলে দেয়। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ২৭ আগস্ট উক্ত তিন ছাত্রছাত্রী বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে ঘটনাটি অবহিত করে। এ সময় চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও একই বিভাগের শিক্ষক ডঃ গাজী সালেহ উদ্দিনকে আসতে বলেন। জানা যায়, গাজী সালেহ উদ্দিন ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগের কথা শুনতে পেয়েই ক্ষিপ্ত হয়ে যান এবং ছাত্রছাত্রীদের ওপর চড়াও হন। ছাত্রছাত্রীদের কোন কথাই তিনি না শুনে একজন ছাত্রকে শারীরিকভাবে আঘাত করেন। এতে ছাত্রছাত্রীরা ক্ষিপ্ত হয় এবং নৃবিজ্ঞান বিভাগে ক্লাস বর্জন কর্মসূচী ঘোষণা করে ও প্রক্টরের অপসারণ দাবী করে। জানা যায়, ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগের আগেই কুশলী কর্মচারীটি ভিসি ও প্রক্টরের কাছে ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে অনৈতিক ঘটনার অভিযোগ আনে। কিন্তু উক্ত কর্মচারীর এ মিথ্যা অভিযোগে ওই বিভাগের সকল ছাত্রছাত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এদিকে নৃবিজ্ঞান বিভাগের এ ঘটনাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি-প্রোভিসি শিক্ষক গ্রুপ নিজেদের স্বার্থ হাসিলের কাজে লাগানোর চেষ্টা চালায়। জানা যায়, ভিসির অনুপস্থিতিতে ভিসিপন্থী প্রক্টরকে ঘায়েল করার জন্য প্রোভিসি (ভারপ্রাপ্ত ভিসি) বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। প্রক্টরের অসদাচরণ নিয়ে যখন ছাত্ররা আন্দোলনে লিপ্ত তখন ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রকাশ্যে ছাত্রছাত্রীদের সমর্থন করে বিবৃতি দেন। অপরদিকে প্রক্টর ও ছাত্রছাত্রীদের একচোট দেখে নেয়ার লক্ষ্যে চারজন ছাত্রছাত্রীকে শোকজ করেন। ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নৃবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের এ আন্দোলনে অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও সমর্থন জানায়। ফলে বিভাগের একাডেমিক কার্যক্রম গত এক সপ্তাহ যাবৎ অচল হয়ে রয়েছে। এদিকে প্রক্টর গাজী সালেহ উদ্দিনের রাজনৈতিক ভূমিকা ও পক্ষপাতিত্ব ছাত্রছাত্রী ও ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ জন্ম দিয়েছে। ক্যাম্পাসে বিগত কিছুদিন থেকে রাজনীতি, মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ থাকলেও গত ১৪ আগস্ট ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে মাইক বাজিয়ে সমাবেশ করে। ক্লাসে সমস্যা হওয়ায় শিক্ষকরা মাইক বাজানোর ঘটনা প্রক্টরকে অবহিত করলেও তিনি কোন ভূমিকা নেননি। ফলে প্রতিবাদস্বরূপ শিক্ষকরা সেদিন ক্লাস বর্জন করেন। ছাত্রলীগের সমাবেশের পরদিন থেকে অন্যান্য সংগঠন ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করতে চাইলে প্রক্টর তা করতে দেননি। ক্যাম্পাসে প্রক্টরের দলীয় এ আচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। জানা যায়, ছাত্রছাত্রীদের সাথে প্রক্টর গাজী সালেহ উদ্দিনের অতীতে বিভাগীয় একজন ছাত্রীকে নিয়েও কেলেঙ্কারির ঘটনাও নতুনভাবে আলোচিত হচ্ছে। উক্ত শিক্ষক শিক্ষা সফরের সময় একজন ছাত্রীর সাথে এ কেলেঙ্কারীর ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীনতম একটি বিভাগের প্রক্টরের অসদাচরণকে কেন্দ্র করে যে তোলপাড় চলছে তা সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়কেই নাড়া দিয়েছে। ভিসি ও প্রোভিসির মেয়াদ শেষ হয়ে আসায় নিজেদের মধ্যে টিকে থাকার দ্বন্দ্বও আবার প্রকাশ্য রূপ নিচ্ছে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্বাভাবিক পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, এ পরিস্থিতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে প্রশাসন ক্যাম্পাসে আবারও ছাত্র সংঘর্ষের কৌশলের আশ্রয় নিতে পারে। শিক্ষক মহলের মতে, ভিসি-প্রোভিসির দ্বন্দ্বের অবসান না হলে ক্যাম্পাসে আবারও প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারে।